45

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JUN 1987 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়মাবলী সংবলিত আদেশের ফলে দেশের বহু স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুলের স্বীকৃতি ও নবায়নের জন্য নতুন নিয়মাবলী সংবলিত যে আদেশ জারি করেছে তার ফলে দেশের বহু সংখ্যক স্কুল সরকারী স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, স্কুলের স্বীকৃতি এবং তা নবায়নের জন্য যেসব নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা পূরণ করা দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলের পক্ষে অসম্ভব। নবায়ন ও স্বীকৃতির এই নতুন নিয়মের ফলে নতুন স্কুল স্থাপন বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনেক পুরনো স্কুলও টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৩ এপ্রিল স্কুলের স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়নের জন্য নতুন নিয়মাবলী সংবলিত এক আদেশ জারি করেছে। এই আদেশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্কুলে পাঠানো হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুসারে জনগণের উদ্যোগে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকার স্থায়ী তহবিল এবং ৩০ হাজার টাকার সাধারণ তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে। প্রথম ধাপে ৩-বছর মেয়াদী বিশেষ অনুমতিকালে নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ ছাত্র-ছাত্রীকে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং পাসের হার ৭০ শতাংশ হতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে ৯ম শ্রেণীর ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করতে হবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হতে হবে। জারিকৃত আদেশে স্কুলের স্বীকৃতি নবায়নের নীতিমালাও কঠোর করা হয়েছে। নতুন নিয়মে পাঁচ বছর মেয়াদী স্বীকৃতির জন্য এককালীন ৩ হাজার টাকা, স্থায়ী স্বীকৃতির জন্য এককালীন ৫ হাজার টাকা এবং স্থায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলের স্বীকৃতি সংরক্ষণের জন্য ৪০০ টাকা ফী জমা দিতে হবে। বর্তমানে ৩ বছর মেয়াদী স্বীকৃতি নবায়নে গড়ে বার্ষিক ২০০ টাকা ফী দিতে হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা এই নতুন নিয়মের ফলে দেশের ১২ হাজার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের অধিকাংশই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মান বজায় রাখতে না পারার কারণে স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হতে পারে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারই যেখানে ৫০ শতাংশের নিচে সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল বা গ্রামের কোন স্কুলের পাসের হার ৫০ শতাংশ করা রীতিমতো অসম্ভব। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অনেক প্রাচীন স্কুল থেকেই ১০ জন পরীক্ষার্থী পাঠানো সম্ভব হয় না। কাজেই মন্ত্রণালয়ের জারি করা এসব নতুন শর্ত পূরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এর ফলে সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যাই কেবল কমবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নতুন নিয়মাবলী সরকার বিঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা' অঙ্গীকারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলসমূহের শিক্ষক– কর্মচারীদের বেতনের একটি অংশ সরকার বহন করে থাকে। মনে হচ্ছে সরকার এই দায়ভার হ্রাস করতে চায় এবং অভিভাবকদের ওপর অর্থের বোঝা চাপিয়ে শিক্ষা সংকোচনের পথ বেছে নিতে চায়। তাঁরা বলেন, স্বীকৃতির জন্য যেসব নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা নতুন স্কুল স্থাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পুরনো স্কুলগুলোকে টিকিয়ে রাখার পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। স্বীকৃতি নবায়নের নতুন নিয়মাবলীও জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। এর ফলে স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে এবং শিক্ষা আরও ব্যয়বহুল হবে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ নতুন নিয়মাবলীকে শিক্ষা সংকোচনকারী অন্যায় পদক্ষেপ রূপে আখ্যায়িত করেন এবং নতুন নিয়মাবলী প্রত্যাহারের দাবি জানান।